উইমেন 2030 প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মাস্টার ম্যানুয়াল

মডিউল ৫ - জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি

ভূমিকাঃ

এই মডিউলটি দুইটি সেশনে বিভক্তঃ

১। 'জেন্ডার সংবেদনশীল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমগুলোর উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা করা'

২। ' এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা এবং আইন প্রণয়ন'

প্রথম সেশনের উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশনা প্রদান করা, যে 'কিভাবে নীতিমালা ও আইনকে প্রভাবিত করার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি, কাজের পরিকল্পনা এবং কৌশলসমূহ নকশা করা যেতে পারে । দ্বিতীয় সেশনটির উদ্দেশ্য হলো নীতিমালা ও আইনসমূহে জেন্ডার সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করা।

সেশন ৫.১: জেন্ডার সংবেদনশীল এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমগুলোর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা করা

এই সেশন আপনাকে নির্দেশনা দিবে, কিভাবে আপনি বা আপনার সংগঠন নীতি ও আইন প্রভাবিত করার জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। বিশেষ করে, এটি আপনাকে যে যে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবেঃ

- আপনার টার্গেট গ্রুপ এবং যে জেন্ডার ইস্যুটিকে আপনি তুলে ধরতে চান তা চিহ্নিত করা।
- বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের পদক্ষেপ এবং পদ্ধতি আপনার জন্য প্রয়োজন তা ঠিক করা।
- কিভাবে আপনি একটি অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

এই মডিউল শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- একটি জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে।
- নীতি এবং আইনকে প্রভাবিত করতে জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসির বিভিন্ন পদ্ধতি জানতে পারবে।
- নীতি এবং আইন প্রভাবিত করার জন্য একটি জেন্ডার অ্যাডভোকেসির কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।

সময় বরাদ্দঃ ৪ ঘণ্টা

জেন্ডার সংবেদনশীল এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য কেন আমাদের অ্যাডভোকেসি প্রয়োজন?

এই ম্যানুয়ালের মডিউল ১ এবং ২ তে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন জেন্ডার সমতা টেকসই উন্নয়ন এবং এসডিজি বাস্তবায়নে জন্য সর্বত্র একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত; এবং সেখানে জেন্ডার সমতা (ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ন্যায়বিচার, সাম্য ইত্যাদি) অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এই মডিউলগুলো এটিও উল্লেখ করে যে, জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে প্রধান দুটি বাধা। এগুলো হল -

- প্রথমত, জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি এবং আইনের অভাব; এবং
- দ্বিতীয়ত, এই ধরণের নীতিমালা থাকলেও, নীতিমালা ও তার মাঠ পর্যায়ে বাস্তব প্রয়োগের মাঝে একটি বড় ব্যবধান রয়েছে।

এটি প্রধানত রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের অভাব, এবং পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে জেন্ডার অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে, যা সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে ও সমাজে অনগ্রসর দলের ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বে খুব সামান্য সুযোগ দিয়ে থাকে।

অ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজ সুশীল সমাজের প্রতি সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে এবং নীতিমালা পরিকল্পনায় এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডারদের একটি ব্যাপকতর গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে, জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেগুলো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও

বিনিয়োগের অভাব তুলে ধরায় এবং নীতিমালা গঠন এবং বাস্তবায়নের একচ্ছত্র প্রক্রিয়া তুলে ধরায় একটি ভালো উপায়।

প্রশিক্ষকদের জন্য ধারণা এবং তথ্য

জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি কি?

জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে বিভিন্ন কাজের (জনসাধারণের কাছে প্রচার, লবিং এবং মিডিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত করা) বাস্তবায়ন হিসাবে, যা স্থানীয় ও জাতীয় নীতিগুলোর মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা আনয়ন করতে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, উইমেন 2030'র জন্য, জাতীয় সরকারের এসডিজি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হবে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর জন্য একটি প্রাসঙ্গিক অ্যাডভোকেসি লবিং। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নিশ্চিত করা উচিত যেন, অনগ্রসর দলগুলো যেমন নারী, মেয়েশিশু, দরিদ্র পুরুষ, আদিবাসী এবং অন্যান্যদের চাহিদা ও অগ্রাধিকারগুলোর উপর যথাযথ মনোযোগ প্রদান করা হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে সম্মান দেখানো ও পরিপূর্ণ করা হয়।

জেন্ডার অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের লক্ষ্যে

জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি আইন, নীতি এবং ব্যবসায়িক আচরণের প্রভাবকে তুলে ধরে।[1] পাশাপাশি, দারিদ্র্য এবং বৈষম্য হ্রাস; ভূমি, পানি এবং বনে সমান অধিগম্যতা; খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় সমান অধিগম্যতা; যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার; কাজের উপযুক্ত মজুরী; নিজস্ব জ্ঞান এবং অধিকারের (নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহ) স্বীকৃতি, ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। এটি স্বীকার করে যে, বিদ্যমান কাঠামোগুলো, যা দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি এবং জেন্ডার বৈষম্যের কারন, সেখানে পরিবর্তন না আনতে পারলে কর্মসূচী/প্রকল্পের কাজের প্রভাব হবে সীমিত। এই থেকে বোঝা যায় যে, আপনার জেন্ডার

---

[1] ব্যবসায়িক আচরণ ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবেও পরিচিত, যা ব্যবসা ক্ষেত্রে নৈতিক বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টিপাত করে। এটি ব্যবসাকে এমনভাবে পরিচালিত হতে বাধ্য করে, যা সাধারণভাবে নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থ উভয়ই রক্ষা করে।

সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি কাজের জন্য আপনি কাকে টার্গেট করবেন সে বিষয়ে সতর্কতার সাথে চিন্তা এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই জন্য-

- আপনার জেন্ডার অ্যাডভোকেসির জন্য কেবল বিদ্যমান বৈষম্যসমূহ নয়, পাশাপাশি আপনি যেসকল জনগন ও সংস্থাকে টার্গেট করছেন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
- সকল পর্যায়ে (পরিবার, জাতীয় ও আঞ্চলিক) এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক) আপনার টার্গেট গ্রুপ কতখানি জেন্ডার বৈষম্যের পরিধি সম্পর্কে অবগত তা জানতে হবে। এটি বৈশ্বিক, জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থায় গৃহীত নীতি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার বা পরিবর্তন করার জন্য আপনার অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করবে।
- আপনার টার্গেট গ্রুপের সুযোগ এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে জানতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন তারা সে বিষয়গুলো নিয়ে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম কিনা তা জানতে হবে।
- আপনার প্রচারাভিযানের সময় নির্ধারণ ঠিক আছে কিনা দেখতে মূল্যায়ন করতে হবে। এতে করে আপনার প্রচারাভিযান সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের প্রকার

লবিং (তদবির) হচ্ছে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়িক প্রধান নির্বাহী, বা স্থানীয়/জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতাদের মত সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের সরাসরি প্রভাবিত করার চেষ্টা করার একটি প্রক্রিয়া। এটা উভয় হতে পারেঃ সরাসরি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে -চিঠি লেখা এবং নির্ধারিত সভার মাধ্যমে; অথবা পরোক্ষভাবে - বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং জাতিসংঘ, ইসিএসওসি, ইউএনইপি, সিওপিএস ইত্যাদির সভায় অংশগ্রহণ করা। যেমনটি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার্সের প্রধান গ্রুপ (উদাহরণস্বরূপ, মহিলা মেজর দল (ডব্লিউএমজি)করে থাকে। লবিংয়ের মূল ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে যে বিষয়ে কথা বলা হবে পূর্বেই তার উপর একটি বার্তা প্রস্তুত করা। রাজনীতিবিদদের সাথে কিভাবে আলোচনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত লিঙ্কটি দেখুনঃ http://www.aauw.org/resource/how-to-hold-a-meeting-with-your-elected-officials/

• যখন লবিং করা হবে, তখন আপনার কাজের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্যের পাশাপাশি একটি স্পষ্ট ফলাফল থাকতে হবে যা আপনি অর্জন করতে চান। সেইসাথে, কে আপনার টার্গেট গ্রুপ এবং কেন? আপনার কাজের পরিকল্পনা করার জন্য কি কি সম্পদ (সময়, অর্থ, জোট) প্রয়োজন? কাজের সময় কখন হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে।

• এটি নিশ্চিত করুন যে আপনার তথ্য, উপাত্ত এবং পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য এবং জেন্ডার, বয়স, শ্রেণী, জাতিগত অবস্থান আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করে। কেস স্টাডিজ এর সাথে বিভিন্ন ছবি বা ভিডিও থাকলে, আপনার টার্গেট গ্রুপকে বোঝানোর জন্য তা হতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। আপনাকে এসকল বিষয় ভালভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি নীতি প্রস্তুতকারকদের সাথে শিশু, পুষ্টি এবং বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য সেবা জবাবদিহিতা সংশোধন করার লক্ষ্যে একটি লবিং সভা পরিকল্পনা করছেন, তখন আপনি জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত তথ্য আদমশুমারিতে পেতে পারেনঃ খর্বকায়তা এবং কম ওজনের সমস্যায় ভোগা শিশুর সংখ্যা লিঙ্গ, বয়স (৫ বছরের নিচে), অবস্থান, ইত্যাদি প্রতি। পাশাপাশি;

• গবেষক, নারী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদির সাথে যৌথভাবে লবিং করতে নির্দিষ্ট কিছু সহযোগী জোট নির্বাচন করার জন্য আপনাকে কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হতে পারে; এছাড়াও, রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করতে একটি সর্বসম্মত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। খসড়া নীতি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিকল্পগুলোর সাথে বিবৃতি লেখাও যুক্তিযুক্ত হবে। আপনাদেরকে একজন 'মুখপাত্র' ও সনাক্ত করতে হবে যে সভায় উপস্থাপনা করা এবং এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করায় দক্ষতা সম্পন্ন। আপনি আরো বিস্তারিত পদক্ষেপ এবং উদাহরণের জন্য জেন্ডার অ্যান্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্স (GWA) এর নিম্নলিখিত লিঙ্কটি দেখতে পারেন: http://genderandwater.org/en/gwaproducts/policyinfluencing/GWA_Advocacy_Manual.pdf/view

প্রকাশ্যে প্রচারাভিযান হলো জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রক্রিয়া এবং আপনার অবস্থানের জন্য দৃশ্যমান সমর্থন জোরদার করা। উদাহরণস্বরূপ, উন্মুক্ত জনসমাবেশগুলোতে বক্তৃতা প্রদান করা। প্রকাশ্যে প্রচারাভিযানের প্রধান লক্ষ্য হল আপনার অ্যাডভোকেসির টার্গেট গ্রুপের (উদাহরণস্বরূপ রাজনীতিবিদদের) কাছে ব্যক্ত করা যে, এই অ্যাডভোকেসির বিষয়টি এবং সে বিষয়ে আপনার অবস্থান সম্পর্কে জনসাধারনের সচেতনতা এবং ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন প্রধান খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে আলোচনার বিষয়, তখন এটির ব্যাপকতা জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি হিসাবে, তাদের অনেক প্রভাব নাও থাকতে পারে, তবে যদি তারা একটি নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য একতাবদ্ধ হয় তবে তারা যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। প্রকাশ্যে একটি সফল প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য আপনাকে সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে; এবং আপনার উদ্দেশ্য ও চাহিদাকে সফল করার জন্য তাদের মতামত ও আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে। এর মাধ্যমে আপনি তথাকথিত 'সমন্বিত' বা ' ক্ষমতায়ন' অ্যাডভোকেসি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।

জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য, আপনি মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপন, ঘোষণাপত্র[2], জনসাধারণের লেখা ও পিটিশনে সবার স্বাক্ষর নেওয়া, বা জনগণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যে বিষয়েই প্রচারাভিযান করছেন না কেন, আপনার নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে আপনার অবস্থান ও বিবৃতি শক্তিশালী তথ্য ও প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হওয়াটা প্রচারাভিযানের একটি মুখ্য বিষয়। আপনার দর্শকরা যেন আপনার প্রচারাভিযান সম্পর্কে সহজে জানতে পারে আপনাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোন একটি লোগো, একটি ছবি বা ক্রমধারার অনেকগুলো ছবি, এবং বার্তার ডিজাইন করতে পারেন। মনে রাখবেন যে, প্রতিটি অঞ্চলে এবং দেশে বিভিন্ন আইন এবং সাংস্কৃতিক আদর্শ রয়েছে যা আপনি কিভাবে প্রকাশ্যে আপনার প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছেন সেই বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে।

- প্রকাশ্যে আপনার প্রচারাভিযান পরিকল্পনা করার আগে নারী ও পুরুষের, ছেলে ও মেয়েদের নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা দরকার। পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন এবং আপনার পরিকল্পনা তৈরি করার সময়, কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আপনার প্রচারাভিযান আইনত বা সাংস্কৃতিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা তা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যেসকল দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে বাইরের কাজে নারীর অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রকাশ্যে প্রচারাভিযানে আনা আপনার উচিত হবে না। প্রকাশ্যে প্রচারাভিযানে সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় অসম্মানমূলক বক্তব্য করা থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এটি সম্ভবত আপনার প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং সাহায্যকারী

---

[2] একটি ঘোষণাপত্র কোন প্রকাশ্য প্রচারাভিযানের ভিত্তি। এটি আপনার প্রচারাভিযানের বার্তাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য, যা একটি অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি স্পষ্ট এবং সার্বজনীন ভাষা ব্যবহার করে। এটির উচিত আপনার প্রচারের উদ্দেশ্য, আপনি যে সমস্যাটি তুলে ধরছেন, এবং তার প্রস্তাবিত বিকল্পগুলোকে তুলে ধরা (WaterAid 2007)।

মিত্র পাবার পরিবর্তে আপনার শক্তিশালী শত্রু তৈরি করবে। মাঝে মাঝে, ব্যাপক সামাজিক সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচারাভিযানের পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় (ধর্মীয়) নেতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী। ওয়াটারএইডের নিম্নোক্ত লিঙ্কটি দেখুন:

http://www.wateraid.org/~/media/Publications/advocacy-sourcebook.ashx , এবং AWID: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/feminist_advocacy_guide_awid_2.pdf

মিডিয়া কাজ বলতে বোঝায়, কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানো, এবং মতামত, মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তন করার জন্য তথ্য এবং বার্তা প্রদান করা। এটি বলতে বোঝায়, প্রচারাভিযানের বিজ্ঞাপন তৈরি করা, ম্যাগাজিনে লিফলেট প্রকাশ করা, সরাসরি তাদের ঠিকানায় বার্তা পাঠানো, অথবা এমনস্থানে পোস্টার লাগানো যেখানে কাঙ্ক্ষিত দর্শকরা পৌঁছাবে এবং দেখবে। প্রকাশ্য অ্যাডভোকেসির কাজে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। টেলিভিশন, রেডিও, প্রেস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইত্যাদি) সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছানোর এবং ব্যাপকভাবে জনমতকে প্রভাবিত করার সুযোগ প্রদান করে। অতএব, আপনার অ্যাডভোকেসি কাজে মিডিয়াকে প্রচারের জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে, আবার আপনার অ্যাডভোকেসির একটি প্রভাবশালী লক্ষ্য হিসেবেও ব্যবহার করা উচিত।

অ্যাডভোকেসি কাজে মিডিয়া ব্যবহার করার সময়, যেখানে আপনি অ্যাডভোকেসি করবেন, সেখানকার সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। আপনি কোন মিডিয়া ব্যবহার করবেন, আপনি কোন ধরণের বার্তা পৌছাতে চান এবং কোন ধরণের শ্রোতাদেরকে আপনি লক্ষ্য করতে চান, সেটিও আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক গ্রামীণ লোকের টেলিভিশন দেখার সুযোগ নেই, তবে তাদের কাছে রেডিও আছে। ফলস্বরূপ, যখন আপনি কোন কিছুর উন্নতি সাধন করতে চাচ্ছেন, যেমন পরিষ্কার পানির সুযোগের উপর একটি সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী পরিকল্পনা করেছেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে সেটি রেডিওতে সম্প্রচার করতে হবে। এছাড়াও আপনার উচিত হবেঃ এমন সময় বার্তাগুলো সম্প্রচার করা যখন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সেগুলো শুনতে পারে; জেন্ডার সংবেদনশীল বার্তাগুলোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা; এবং বার্তাগুলো হবে স্থানীয় ভাষায়, যে ভাষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে। শহুরে

এলাকায়, অথবা যেখানে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেট সুবিধা আছে, সেখানে ব্যক্তিগত এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন নির্দিষ্ট বার্তা, ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দিতে সামাজিক মাধ্যম (ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহার করা আরো উপযোগী হবে। মিডিয়ায় জেন্ডার আলোচনা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য গ্লোবাল ফরেস্ট কোয়ালিশন কর্তৃক পরিচালিত 'মিডিয়া ট্রেনিং টুলকিট' এ GWA দ্বারা লিখিত 'জেন্ডার ইন মিডিয়া' এ ভূমিকা নোটটি দেখুন (http://globalforestcoalition.org/women2030-media-training-toolkit)।

নিম্নোক্ত লিঙ্কগুলো ও দেখুন:

http://www.wateraid.org/~/media/Publications/advocacy-sourcebook.ashx

http://www.fao.org/dimitra/resources-by-theme/community-radio-media/en/

বার্তা প্রস্তুত করাঃ আপনার বার্তা হল, আপনি যে পরিবর্তন আনতে চান তার সারসংক্ষেপ। আপনার গবেষণা এবং প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে, এবং আপনার কাঙ্ক্ষিত দর্শকদের সনাক্ত করে, আপনি আপনার যুক্তি দাড় করাতে পারেন এবং আপনার বার্তাগুলো সাজাতে পারেন। পরবর্তীতে তথ্যসমূহ কোনরকম পরিবর্তন না করে, মূল মূল্যবোধগুলোকে বদল না করে, অথবা আপনি যাদের সাথে কাজ করেন তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট না করে কাজ করতে হবে। আপনার শ্রোতাদের কাছে আপনার মূল বার্তাটি উপস্থাপনের সবচেয়ে প্ররোচনাশীল উপায়টি কী হবে সে ব্যাপারে চিন্তা করুন। লক্ষ্য করতে হবে তাদের কোন তথ্য প্রয়োজন এবং কোন তথ্য তাদের প্রয়োজন নেই? বিশেষ করে, কি প্রধান পদক্ষেপ আপনি তাদের জন্য নিবেন? কি ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম আপনার বার্তাকে আরো কার্যকর করবে? উদাহরণস্বরূপ একটি টুইটার প্রচারাভিযান, বা সরাসরি বাসার ঠিকানার তালিকা ধরে ঘোষণাপত্র পাঠানো, বা রেডিও/পোস্টার দ্বারা জনগণের কাছে সম্প্রচার।

একটি স্পষ্ট বার্তা তৈরি করতে আপনি নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করতে পারেনঃ

ক) বার্তাটি হবে আপনি যে পরিবর্তন আনতে চান তার সংক্ষিপ্ত রূপ

খ) কেন পরিবর্তন আনা গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটিতে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে

গ) বার্তাটির সমস্যাটি সম্পর্কে জানে না এমন কেউও যেন বুঝতে পারে

ঘ) বার্তাটি হবে সংক্ষিপ্ত এবং জোরালো, শুধুমাত্র এক বা দুটি বাক্য; উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার অ্যাডভোকেসি কাজের উদ্দেশ্য হয় নারী, পুরুষ, মেয়েশিশু, বালক ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাকে ক্ষমতায়ন করা যাতে করে তারা জিএমও বীজের বিরুদ্ধে তাদের স্থানীয় জীব-বৈচিত্র্যের সুরক্ষার জন্য সরকারকে অবহিত করতে প্রকাশ্যে প্রচারাভিযান শুরু করতে পারে, তাহলে বার্তাটি হতে পারে এইরকমঃ "জীব বৈচিত্র্য আমাদের জীবিকা এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কোন জিএমও এটির জায়গায় আসতে পারে না"

ঙ) বৃহৎ পরিসরে প্রচারাভিযান শুরু করার আগে, আপনার বার্তাগুলোকে পরীক্ষা করার জন্য স্থানীয় নারী ও পুরুষের সাথে সেগুলো নিয়ে কথা বলা এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া যুক্তিযুক্ত।

(দেখুন: এফএও: http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FG)

আমাকে কোন ধরণের অ্যাডভোকেসি করতে হবে?

- আপনি আপনার অ্যাডভোকেসি কাজের লক্ষ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন স্তরে অ্যাডভোকেসি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি স্থানীয় বা গ্রাম পর্যায়ে নারীদের বা দরিদ্রদের ভূমি বা পানির সুযোগ বাড়াতে একটি প্রচারাভিযান করতে পারেন; কিন্তু যখন আপনি খেয়াল করেন যে খাদ্যের সমস্যা সমগ্র দেশের জন্যই একটি বড় সমস্যা, তখন আপনি জাতীয় পর্যায়ে এই প্রচারাভিযানটি সম্পন্ন করতে পারেন, এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন। কৌশলগত কারণে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের কাজের মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে, আপনি একাধিক স্তরে অ্যাডভোকেসি কাজগুলোকে উন্নিত করতে পারেন। বিভিন্ন স্তরের অ্যাডভোকেসির জন্য বিভিন্ন স্তরে কাজ করা স্টেকহোল্ডারগুলোর মধ্যে ভাল সমন্বয় এবং যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, স্থানীয় সংস্থাগুলো বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক (সদস্য হওয়া) কিংবা অনানুষ্ঠানিক (মেইল বিনিময়ের মাধ্যমে) সুত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক স্থানীয় এনজিও, তৃণমূল সংগঠন এবং বিভিন্ন দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান নারী প্রধান দল (ডব্লিউএমজি) এর সদস্য, যা জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই ধরণের

নেটওয়ার্ক এবং আন্তঃসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, কারন তারা শুধুমাত্র অ্যাডভোকেসি কাজের বৈধতা ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করে না, তারা এটিকে সক্রিয়ও করে। যেমনঃ

- বিভিন্ন স্তরে (স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক) এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান যেমনঃ ইউএন-ওমেন, সিএসডব্লিউ, ইউএন- এনভায়রনমেন্ট, ইউএনইএ ইত্যাদি।
- বিভিন্ন স্তরের দর্শকদেরকে লক্ষ্য করে সকলের সাধারণ আগ্রহের বিষয়ে সহযোগীদের সাথে যৌথ গবেষণা।
- সাধারণ লক্ষ্য অর্জন যেমন জেন্ডার বাজেট এবং জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নে সহযোগিতামূলক কাজ।
- আন্তর্জাতিক নীতি সম্মেলনের জন্য যৌথ প্রস্তুতি।

• আপনি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, যাদের প্রতিটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে। এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি রূপান্তরমূলক অ্যাডভোকেসির জন্য একসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের পদ্ধতিসমূহ

নীতি পর্যবেক্ষণ এবং সরকারের দায়বদ্ধতা জন্য অ্যাডভোকেসিঃ
নীতিমালা সম্পর্কিত কার্যকরি অ্যাডভোকেসির প্রচেষ্টাগুলো শুরু হয় ইতিমধ্যেই প্রস্তুত নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতার পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ এবং প্রতিবেদন দিয়ে, যা কিনা ছায়া প্রতিবেদন (শেডও রিপোর্ট) কিংবা স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মতই। সরকার ও গণসংস্থা, বিশেষত গণতান্ত্রিক সমাজে, সমালোচনামূলক প্রতিবেদনগুলোর প্রতি সংবেদনশীল, বিশেষ করে যখন এগুলো দৃঢ় প্রমাণ এবং বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আসে এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয় এবং প্রচারিত হয়। একটি সফল নীতি পর্যবেক্ষণ এবং জনসাধারণের জবাবদিহিতামূলক অ্যাডভোকেসি করার জন্য আপনার দুটি বিষয় জরুরীঃ ১) নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণ-ভিত্তিক তথ্য, এবং ২) তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন লেখা, এবং অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ায়, ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারন, অংশীদার এবং সুশীল সমাজ বা কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থারগুলোর নিজেদের অংশগ্রহণ ও তাদের নেটওয়ার্কগুলোর অন্তর্ভুক্তকরণ। অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ায় একটি কাজটি প্রয়োজন যে , স্টেকহোল্ডারগুলো তাদের অধিকার সম্পর্কে

অবগত এবং সচেতন থাকবে, এবং তারা অ্যাডভোকেসি কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এই কারণেই কিছু অ্যাডভোকেসি কাজ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষমতায়নের[3] উপর জোর দেয় (দেখুন এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মডিউল ১ , সেশন ১.২)।

পলিসি অ্যাডভোকেসি বিষয়ে সহায়তার জন্য, উদাহরণস্বরূপ, স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার উপর নারী মেজর গ্রুপের নির্দেশিকা দেখুন:
http://www.womenmajorgroup.org/wp-content/uploads/2017/05/WMG_Info_Note_Final_2017.pdf

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অ্যাডভোকেসিঃ

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অ্যাডভোকেসি সাধারণত সেইসকল নীতিমালা ও স্থানীয় নিয়ম কানুনগুলোকে প্রভাবিত করার উপর জোরদার করে যেগুলো নারী ও মেয়েদেরকে তাদের মানবাধিকারগুলোকে অর্জনে বিভিন্ন রকম (সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক, ইত্যাদি) বাধা প্রদান করে[4]। উদাহরণস্বরূপ, নাইজারের একটি নারী সংগঠন নারীদের ভূমি অধিকারের ওপর একটি নীতিমালা প্রণয়ন সংলাপে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সংগঠিত করার জন্য কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারকে কাজে লাগায়। ফলস্বরূপ, একটি গ্রামের নারী কৃষকেরা আটজন জমির মালিককে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদেরকে ৯৯ বছরের জন্য ভূমি বর্গা দিতে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র নারীর ক্ষমতায়নি হয়নি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা ভূমি নীতিমালা সম্পর্কিত তথ্য পায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা বলা যায় যে, এই ক্ষেত্রে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসিও করা হয়েছিল।

জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত অ্যাডভোকেসিঃ

জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত অ্যাডভোকেসির লক্ষ্য কেবল বঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (নারীদের দল এবং আন্দোলন, দরিদ্র কৃষকদের সংগঠন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ইত্যাদি) ক্ষমতায়নই নয়, বরং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করা যাতে তারা এই বঞ্চিত এবং

---

[3] ক্ষমতায়ন হচ্ছে পরিবর্তন করার একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে সক্ষম করে অভিমত দিতে এবং সক্ষম করে অভিমতগুলোকে আকাঙ্ক্ষিত কর্ম এবং ফলাফলে রুপান্তর করতে। এই ধারণা অনুযায়ী, মানুষ নিজে তার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের অবস্থান উন্নতি করে, নিজের কর্মসূচী নির্ধারণ করে, দক্ষতা লাভ করে, নিজেদের উপর আস্থা গড়ে তোলে, সমস্যার সমাধান করে, এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে।
[4]ক্ষমতায়ন এর পদ্ধতিগুলো বিস্তারিত জানতে দেখুন মডিউল ১ ও ২।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে তাদের নিজস্ব চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রকাশ করতে সক্ষম করতে পারে। এতে করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিমালা প্রস্তুতে প্রভাব ফেলতে পারবে যা তাদের নিজেদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করবে। জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত অ্যাডভোকেসি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করে ও নারীদের নিজেদের পক্ষে মত প্রকাশের ক্ষমতার বিরুদ্ধে কাজ করে এমন কাঠামোগত বাধাসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এই ধরনের অ্যাডভোকেসি কার্যকলাপের ফলস্বরূপ, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন, কৌশল প্রণয়নকারীদের জোট গঠন, সংগ এবং অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, এবং 'বোতল নেকস', যা পরিবর্তনে বাঁধা দেয় তা চিহ্নিত করা, এবং সেইসাথে অন্যদের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করা সহজ হয়।

অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা এবং সংহতি

অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনার নীতিগুলো অন্য যে কোনও কর্মসূচী পরিকল্পনার অনুরূপ। আপনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, এবং নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনাকে অবগত হতে হবে। কারন জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসিতে অনেক সময় অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেখানে জড়িত থাকে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিজস্ব স্বার্থ এবং রাজনৈতিক আলোচ্যসূচি। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অ্যাডভোকেসি চক্র ধাপে ধাপে অনুসরণ করা হলে আপনার জন্য উপকারী হতে পারে (চিত্র ১ দেখুন) ধাপগুলো হচ্ছেঃ

১) সমস্যা (অ্যাডভোকেসির বিষয়বস্তু) এবং কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা,
২) অ্যাডভোকেসি কাজগুলোকে একটি পরিকল্পনার মধ্যে কাঠামোবদ্ধ করা,
৩) অ্যাডভোকেসি কাজগুলোকে বাস্তবায়ন করা, এবং
৪) নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (চিত্র দেখুন ১)।

এই সবগুলো ধাপই মিথস্ক্রিয় (একে অপরের উপর নির্ভরশীল) এবং চক্রের ধাপগুলোর অগ্রগতির সাথে সাথে কাজের সমন্বয়েরও প্রয়োজন হবে।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৌশলসমূহ, এবং প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহঃ

আপনার অ্যাডভোকেসি কাজকে সফল করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো আপনি আগাম বাস্তবায়ন করতে পারেন।

ক) সমস্যা চিহ্নিতকরনঃ জেন্ডার সম্পর্কিত কোন সমস্যাটি তুলে ধরতে চান/সমাধান করা যায়? এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কার জন্য? এটি গবেষণার মাধ্যমে উল্লেখিত হতে পারে; এটি তৃণমূল সংগঠন (নারী সংগঠন), বা একটি নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপের দাবি হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে; অথবা এটির একটি আদর্শ ভিত্তি থাকতে পারে; অথবা অন্য কোথাও কোন একটি ভাল চর্চার সঙ্গে তুলনা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন নীতিমালা কি আছে? বিদ্যমান কোন কোন নীতিমালা এই সমস্যাটিকে প্রভাবিত করে? এই সমস্যাটির কি কোন নির্দিষ্ট জেন্ডার দিক আছে, এবং এটি কি পুরুষদের এবং নারীদের ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে?

খ) বিদ্যমান নীতিমালার অবস্থা সনাক্তকরনঃ বিদ্যমান নীতিমালার অবস্থা সনাক্তকরন শুরু হয় প্রাসঙ্গিক নীতিমালা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি জেন্ডার অডিটের মাধ্যমে যেগুলো আপনার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এমন একটি নির্দিষ্ট এসডিজি'র সাথে সম্পর্কিত। কি কি নীতিমালা ইতিমধ্যে আছে? এই নীতিমালাগুলো কিভাবে বর্তমান আইন এবং প্রবিধানগুলোকে প্রতিফলিত করে কিংবা করে না? নীতিমালায় কি ধরণের পরিবর্তন উন্নতিসাধন করতে পারে? এইসব নীতিমালাগুলোর জন্য কে দায়িত্বপ্রাপ্ত? নীতিমালাগুলো থেকে কে উপকৃত হয়? সবচেয়ে দুর্বল সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষের জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর বাধ্যবাধকতা, আইন এবং মানদণ্ড (যেমন CEDAW) এর প্রতি সচেতন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

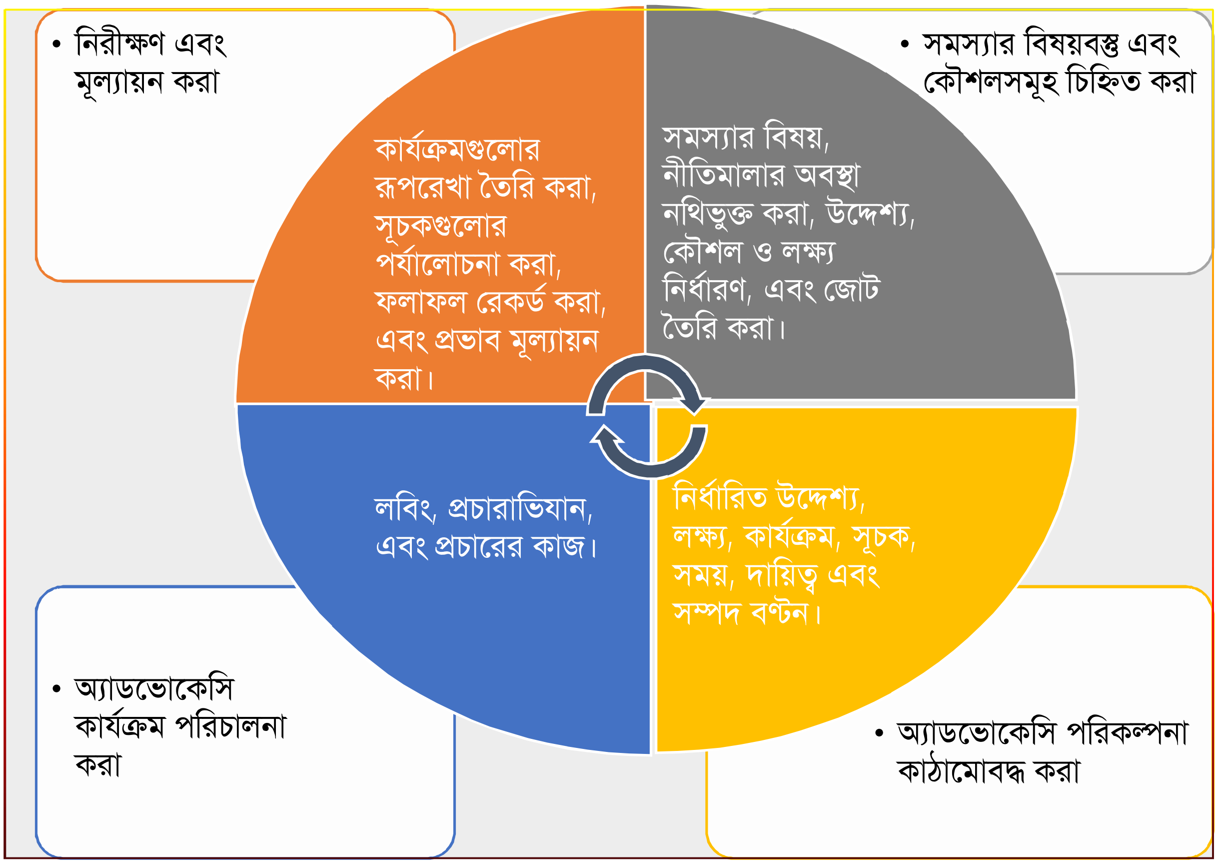

চিত্র ১: অ্যাডভোকেসি চক্র

গ) অ্যাডভোকেসির লক্ষ্য সমূহ এবং পদ্ধতিগুলো নির্ধারণঃ প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রস্তাবিত জেন্ডার অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের লক্ষ্য এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা একটি সহায়ক কাজ হতে পারে। উদ্যোগ সফল হলে কি ইতিবাচক পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে? এই উদ্যোগ কি সকলের জন্য তথ্যের প্রাপ্যতা বা কথা বলার সুযোগকে উন্নত করে, অথবা যাদের কথা শোনা হয়না বা যাদের ক্ষমতা নেই তাদেরকে শক্তিশালী করে? এটা কি নীতিমালা সম্পর্কিত সংলাপে অংশ নিতে নারীদের বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে? এটা কি এই সকল বিষয়ে অবদান রাখবে? অথবা, বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নের লক্ষ্যগুলোকে বিস্তৃত করতে অবদান রাখবে? এই উদ্যোগের প্রাথমিক সুবিধাভোগী কে হবে?

ঘ) পরামর্শ করা এবং মিত্রদের সাথে জোট গঠন করাঃ জোট গঠন করা এবং মিত্রদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যেকোনও সফল অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য অপরিহার্য এবং এটি প্রাথমিক স্তরেই শুরু হওয়া উচিত।

ঙ) প্রতিষ্ঠান, অংশীদারিত্ব বা জোটের বিশ্বাসযোগ্যতাঃ কোন একটি নির্দিষ্ট জেন্ডার সমস্যা নিয়ে অ্যাডভোকেসি করে সফল হবার জন্য একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠান, অংশীদারিত্ব, বা জোটের বিশ্বাসযোগ্যতা। যারা উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য এর কি কোন নির্দেশনা আছে? সমস্যাটি নিয়ে অ্যাডভোকেসি করার জন্য এটির কি বিশেষ দক্ষতা আছে? সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের উপর এটির কি কোন প্রভাব আছে? এটির অ্যাডভোকেসিতে সহায়তা করার জন্য সমর্থনযোগ্য কোন তথ্য বা উপাত্ত আছে কি? উদ্যোগের বিশ্বাসযোগ্যতা জোরদার করতে কি করা যেতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, আরও গবেষণা এবং পরামর্শ, ভাল জোট গঠন)? এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ হচ্ছে, কোন এলাকায় রাসায়নিক দূষণের পর মাটি ও পানি দূষণের মাত্রা এবং সেখানে কি ধরনের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে তার উপর আপনার বা আপনার অংশীদারদের একটি গবেষণা করার প্রয়োজন হতে পারে। এটি কিভাবে নারী, পুরুষ এবং শিশুদের, দরিদ্র এবং ভাল অবস্থাধারীদের ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে? এখন, আপনার অংশীদার সংস্থা (উদাহরণস্বরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয়) কি নতুন রোগ এবং খাদ্য ও পানি দূষণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম? স্থানীয় নারী ও পুরুষদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কি মূল্যায়িত হয়েছিল?

চ) লক্ষ্য চিহ্নিতকরনঃ উপরে উল্লেখিত প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করে, একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সাথে জড়িতদের আপনি কীভাবে লক্ষ্য করতে পারেন তার উপর দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ,   আপনি লক্ষ্য করতে পারেন বিভিন্ন নেতাদের, যাদের রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতা আছে। প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে আপনি কিভাবে তাদের প্রভাবিত বা সন্তুষ্ট করবেন? তারা এ বিষয়ে কি জানেন? এ বিষয়ে তাদের মনোভাব কি? তারা আসলে কোন বিষয়ে আগ্রহী? কে তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে? এ বিষয়ে তাদের কি ধরণের প্রভাব বা ক্ষমতা আছে? যেসকল নারী ও পুরুষ তাদের সমস্যার কথা বলতে পারেনা, আমরা কিভাবে ভালোভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি? আমরা কি ব্যাখ্যা করতে পারি কিভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরা নিজেরাও উপকৃত হবে যদি তারা এসকল পিছিয়ে থাকা মানুষদের পক্ষে কাজ করে?

ছ) সম্পদঃ সবশেষে, এবং আপনার পরিকল্পনা তৈরি করার আগে, আপনার কি ধরণের সম্পদের বন্দোবস্ত আছে তা বিবেচনা করা উচিত। একটি অ্যাডভোকেসি কাজ পরিচালনার জন্য আপনার সংস্থার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানব সম্পদ আছে কি? উদাহরণস্বরূপ,   অ্যাডভোকেসি কাজের অংশ হিসেবে তহবিল বৃদ্ধি কিংবা অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। সম্পদ বিশ্লেষণ শুরু হওয়ার পরে, আপনার সংস্থার বিদ্যমান দক্ষতার পর্যালোচনা, আপনার সহযোগীদের মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান, আপনার নির্ধারিত শ্রোতাদের মধ্যে আপনার অংশীদারদের খ্যাতি বিশ্লেষণ, ইত্যাদি করতে হতে পারে।

একবার আপনি অভীষ্ট, উদ্দেশ্য এবং পূর্বের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করে ফেললে, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমগুলোকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে সাজানো গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সময়সীমা এবং কাজের ধারাবাহিকতার ক্রমও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মডিউলের পরবর্তী ভাগ আপনাকে জানাবে কিভাবে অ্যাডভোকেসি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং সেজন্য আপনার কি কি সম্পদের প্রয়োজন হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন করাঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন করার একটি বাস্তব উপায় হল অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, এবং কার্যক্রমগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করা, যেখানে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় (কোন কাজের জন্য কে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও কোন কোন সম্পদ রয়েছে) , এবং কাজের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নিরীক্ষণ ও পরিমাপ সূচকের উল্লেখ থাকে।

অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনার জন্য একটি যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত শ্রোতা ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের (স্থানীয় নেতা, নারীদের সংস্থা, যুব সংগঠন, ইত্যাদি) অংশগ্রহণ অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি নারী কৃষকদের জমিতে অধিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভোকেসি করবেন, তখন আপনার যৌক্তিক কাঠামোটি দেখতে কেমন হতে পারে তা নীচে ১নং টেবিলে দেখানো হল। আপনার এটি নিশ্চিত করা উচিত যে, আপনার কর্ম পরিকল্পনাটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট নমনীয়। আপনার পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা এবং আত্মবাচক শিক্ষা (মডিউল ৩ দেখুন) আপনাকে সহায়তা করবে কাজ স্থগিত করতে এবং মূল্যায়ন করতে যে অবস্থা অনুযায়ী আপনার পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন কিনা। পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন করা উচিত সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

সারণি ১: অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা জন্য যৌক্তিক কাঠামোর একটি উদাহরণ

উদ্দেশ্য	**টার্গেট গ্রুপ**	**কার্যক্রম**	**ফলাফল নির্দেশক**	**সময়সীমা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত**	**সম্পদ**
বেনিন-এ সেচের জমিতে নারীদের অধিগম্যতা বৃদ্ধি করা	স্থানীয় গতানুগতিক নেতা *	কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি	৪০% নারী সেচের জমি অধিগমনের সুযোগ পেয়েছে	৫ বছরের মধ্যে	অ্যাডভোকেসি কাজে স্বনামধন্য সংস্থা	জেন্ডার বাজেট, স্থানীয় সরকারি সংস্থা (পৌরসভা)
	কৃষি বিভাগের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী	জমিতে নারীদের অধিগমন, অ্যাডভোকেসি গবেষণা, ও প্রকাশ্যে প্রচারাভিযান সংক্রান্ত তথ্য	নীতিমালা যা জমিতে নারীদের অধিগম্যতা নিশ্চিত করে	প্রকাশ্যে প্রচারাভিযানের ৩ বছরের মধ্যে	স্বনামধন্য সংস্থা এবং অংশীদারগণ	নিজস্ব এবং অংশীদার সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ, অংশীদারদের সাথে সহ-অর্থায়ন

		লিপিবদ্ধ করা				
	নারী অধিকার দল	লবিং, মিডিয়া কাজ, রিপোর্ট জমা দেয়া	আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত শেডও রিপোর্টের সংখ্যা।	দুটি শেডও রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করা হবে।	নারীদের নেতৃ, স্বনামধন্য সংগঠন, অংশীদার, ইত্যাদি	সরকারি বাজেট, নিজস্ব এবং অংশীদারদের বিশেষজ্ঞগণ

* এই ক্ষেত্রে গতানুগতিক নেতাদের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়, কারণ স্থানীয় সম্পদের (জমি, পানি ও বন) প্রাপ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের রয়েছে। এছাড়াও, তারা নিশ্চিত করতে পারে যে স্থানীয় মানুষের আচরণ এবং প্রত্যাশা তাদের সার্বিক গতানুগতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় (জেন্ডার এবং প্রজন্ম ভিত্তিক)। গতানুগতিক নেতারা জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে পরিবর্তন আনয়ণের মূল প্রতিনিধি হতে পারে।

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

এটি অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এই পর্যায়ে এসে খুবই সতর্ক থাকতে হবে কারণ কার্যক্রমগুলো পরিকল্পনা অনুসারে নাও হতে পারে, বিশেষ করে যখন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমগুলো হয় কোন জেন্ডার সম্পর্কিত একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে, যেমন ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে সরকারী- বেসরকারী সংস্থাসমূহের দুর্নীতি। এটা হতে পারে যে, কিছু দুষ্টু লোক, যারা আপনার অ্যাডভোকেসি কাজের বিরুদ্ধে, তারা আপনার অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে ব্যঘাত ঘটাতে বা কাজের অপপ্রচার করার চেষ্টা করবে। সেজন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ-ভিত্তিক তথ্য থাকা এবং বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী।

অ্যাডভোকেসি কাজের নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন

শুরু থেকেই নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন আপনার জেন্ডার অ্যাডভোকেসি কাজের পরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকতে হবে। এটি আপনি যাদেরকে নিয়ে অ্যাডভোকেসি কাজ করবেন, তাদের চিন্তাভাবনা এবং

আচরণ পরিবর্তনের পরিমাপক। যেহেতু অ্যাডভোকেসি কাজ সাধারণত একাধিক নেটওয়ার্ক এবং জোটের সাথে জড়িত থাকে, এবং এর পরিবর্তনের পথ বিভিন্ন (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত) কারণ ও বাঁধা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এর নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা সহজ নয়। উপরন্তু, জেন্ডার অ্যাডভোকেসি অনেক সময়ই একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তন হবেই কিনা সেটা অনিশ্চিত। অ্যাডভোকেসি কাজের নিরীক্ষণ বলতে বোঝায়ঃ **আপনি যেসব সম্পদ বা প্রচেষ্টা কাজে লাগাচ্ছেন এবং যে কাজগুলো করছেন তা তুলে ধরা।** উদাহরণস্বরূপ, লবিং এর জন্য প্রস্তুতকৃত আপনার পরিকল্পনার সংখ্যা, জেন্ডার গবেষণা বা পরামর্শমূলক কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত আপনার শর্তাবলীর সংখ্যা, আপনার প্রেরিত চিঠির সংখ্যা, প্রশিক্ষণ সেশনের (উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ভূমি, পানি, উপকরণ এবং আলাদা সেবায় নারীদের সুযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে) সংখ্যা, অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা ইত্যাদি।

- **আপনার অ্যাডভোকেসি কাজের তাৎক্ষণিক ফলাফল বা পরিনতি রেকর্ড করা** যেমনঃ আপনার ই-মেইলগুলোর প্রতিক্রিয়া, আপনার প্রচারাভিযানের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে তথ্য চাওয়া, প্রতিবেদন প্রস্তুত বা প্রকাশ করা, নতুন চুক্তি এবং নীতিমালা, সভাগুলোর আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, বিভিন্ন নেটওয়ার্ক কিংবা নারী সংগঠনে সদস্যপদ লাভ ইত্যাদি।

আপনার জেন্ডার অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনাটির পর্যালোচনা, এবং আপনি কখন নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন তাও আপনার নির্দিষ্ট করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে আলোচিত বেনিনে সেচের জমিতে নারীদের অধিগম্যতা বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা যদি বলি (অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা কাঠামোর সারনি দেখুন), নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করতে পারে যে, যদিও নারীদের সেচের জমিতে অধিগম্যতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রচারাভিজান করা হয়েছিল, তথাপি ৩ বছর পরে এই ধরনের একটি উদ্দেশ্য সাধন করার প্রমাণ সামান্যই পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে, কেন এমন হল তা খুজে বের করতে হবে এবং আপনার অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদান যাচাই করতে হবে যাতে এই কাজে কোথায় দুর্বলতা আছে তা খুঁজে বের করা যায়। তথাকথিত নেতাদের বোঝানোর জন্য এবং স্থানীয় নারী ও পুরুষদেরকে তাদের নিজেদের জন্য সমন্বিত জেন্ডার অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করার জন্য স্বাবলম্বী করতে আপনার অ্যাডভোকেসি কৌশলে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। অথবা, জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করতে আর্থিক সুরক্ষার জন্য আরও ভাল তহবিল সংগ্রহ করতে, এবং লবিং সংক্রান্ত প্রচারাভিযানে নীতিনির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে যুক্ত করতে

আপনার অ্যাডভোকেসি কৌশলে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভোকেসির সূচক এবং সময়সীমাকে চলমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্য তাতে প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন করতে হতে পারে।

প্রশিক্ষকের জন্য অনুশীলন এবং উপকরণ

অ্যাডভোকেসি ধারণার দ্রুত বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুতকরণ
অনুশীলনের ধরনঃ জোড়া সাক্ষাৎকার **সময় বরাদ্ধঃ** সাক্ষাৎকারের জন্য ৩০ মিনিট এবং সম্মিলিত আলোচনার জন্য ৩০ মিনিট
এই অনুশীলনের জন্য যা যা লাগবেঃ বিভিন্ন রঙের কার্ড, ফ্লিপচার্ট বা একটি বোর্ড, যেখানে কার্ডগুলো লাগানো হবে
অনুশীলনের বর্ণনাঃ এলোমেলোভাবে অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করুনঃ - আপনার প্রতিষ্ঠান কি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে যুক্ত? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, - এটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন, এটির অর্জন এবং বাধাসমূহ কি ছিল উত্তর 'না' হলে, জিজ্ঞাসা করুনঃ - আপনার মতে, আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন আপনার সংস্থার কোন কোন কাজ অ্যাডভোকেসির সাথে সম্পর্কিত? আপনি বিভিন্ন রঙের কার্ডে এই প্রশ্নগুলো লিখে রাখতে পারেন। উত্তরগুলোও কার্ডে লিখতে এবং দেয়ালে বা ফ্লিপচার্টে লাগাতে পারেন। আপনি উত্তরগুলোর উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু করতে পারেন, মূলত অর্জন এবং বাধাসমূহের উপর জোর দিতে পারেন। এই অনুশীলনটি শুধুমাত্র অ্যাডভোকেসি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা এবং অভিজ্ঞতার মাত্রা জানতে প্রশিক্ষকদের সাহায্য করে তা নয়, বরং অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ/কোচিং সেশনের সমন্বয় সাধন করতেও সাহায্য করে।
জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি
অনুশীলনের ধরনঃ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা **সময় বরাদ্ধঃ** পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার জন্য ২৫ মিনিট এবং প্রশ্ন ও আলোচনার জন্য ২০ মিনিট, মোট ৪৫ মিনিট

এই অনুশীলনের জন্য যা যা লাগবেঃ

কম্পিউটার, প্রজেক্টর, কার্ড

প্রজেক্টর ব্যবহার করার সুযোগ না থাকলে, আপনি একটি ফ্লিপচার্টে আপনার উপস্থাপনা প্রস্তুত করতে পারেন।

বর্ণনাঃ

প্রশিক্ষক একটি ২৫ মিনিট উপস্থাপনা দিতে পারেন জেন্ডার-সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি কি বিষয়ের উপর, বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি ক্রিয়া এবং পন্থা, যা এই সেশনের তথ্য অংশে বর্ণনা করা হবে। উপস্থাপনার পরে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন এবং তা আলোচনার জন্য সময় আছে।

আইসব্রেকার অনুশীলনঃ কোন অ্যাডভোকেসি পদ্ধতি?

সময় বরাদ্ধঃ ১৫ মিনিট

এই অনুশীলনের জন্য যা যা লাগবে

বিভিন্ন রঙের কার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টর

বর্ণনাঃ

নিচের বিবৃতিটি লিখে পূর্বেই একটি কার্ড প্রস্তুত করুন:

"আপনি এমন একটি অঞ্চলে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করতে জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি করতে চান যেখানে নারীদের প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় না। সেখানে আপনি কি ধরণের অ্যাডভোকেসি করতে পারবেন? এবং কেন?"

সবাই সহজেই দেখতে পায় এমন একটি জায়গায় এই বিবৃতিটি রাখুন এবং অংশগ্রহণকারীদের ৫ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নদুটোর উত্তর দিতে বলুন।

এই অনুশীলনের জন্য আপনি অংশগ্রহণকারীদেরকে সর্বোচ্চ ৪টি দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি কার্ডে উত্তর লিখবে। নির্ধারিত সময়ের (৫ মিনিট) মধ্যে শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যে গ্রুপ তাদের কার্ড বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে বা দেয়ালের উপর লাগাবে তারা বিজয়ী হবে। সব অংশগ্রহণকারীরা তাদের কার্ডে লেখা শেষ করার পর, আপনি উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং একটি ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন।

প্রশিক্ষকের জানা উচিত যে এই বিবৃতির জন্য সর্বোত্তম উত্তরঃ

নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত অ্যাডভোকেসি ।
জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা
অনুশীলনঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা **সময়ঃ** দলগত কাজ- ১.১৫ ঘন্টা, সম্মিলিত আলোচনা- ৪৫ মিনিট ,   মোট ২ ঘন্টা
বর্ণনাঃ অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করুন, কিন্তু এর আগে, এটি যুক্তিযুক্ত হবে যে আপনি অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা এবং অ্যাডভোকেসি চক্রের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা (বা একটি ফ্লিপচার্ট উপস্থাপনা) করুন। প্রত্যেক দল একটি করে জেন্ডার ইস্যু নির্বাচন করতে পারে, যে বিষয়ে তারা অ্যাডভোকেসি করতে চান। আপনি এই অনুশীলনের জন্য আগে থেকেই কিছু কেস নির্বাচন করে রাখতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিটি দল যদি তাদের নিজস্ব অঞ্চলের এবং কাজের সাথে প্রাসঙ্গিক কেস নির্বাচন করে, সেটিই ভাল। আপনি দলগুলোকে যৌক্তিক কাঠামো (সারণি ১) প্রদান করবেন এবং তা ব্যবহার করতে পরামর্শ দিবেন যা তাদেরকে একটি বাস্তবিক ও অর্জনীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। দলের কাজ সম্পর্কে সকলের সঙ্গে আলোচনা করুন। সকলের সঙ্গে আলোচনার পর, প্রশিক্ষককে মূল ধারণাসমূহ এবং আলোচনার সারমর্ম সংক্ষেপে ব্যক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

সেশন ৫.২:   এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা এবং আইন প্রণয়ন

ভূমিকাঃ

এই সেশনে, কিভাবে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, এবং প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং উপকরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ এবং এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনার জন্য জোট গঠনের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই স্তরে, জেন্ডার গ্যাপ চিহ্নিত করার জন্য বিদ্যমান নীতিগুলোর জেন্ডার মূল্যায়ন করার প্রয়োজনকে তুলে ধরে। অবশেষে, নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার, আইন প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন স্তরের পরে একটি নিরীক্ষণ পরিকল্পনা

তৈরি করার জন্য কিছু পরামর্শ এই সেশনটিতে দেয়া হবে যা অংশগ্রহণকারীরা অনুসরণ করতে পারবে।

যদিও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এর তুলনায়, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অনেক বেশি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর সহযোগিতা রয়েছে, এবং জোট গঠনের জন্য একটি অভীষ্ট (১৭ নাম্বার), ও সেই অভীষ্ট অর্জনের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, তবে একটি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর পক্ষে নীতিমালা প্রণয়ন করা বা বিদ্যমান নীতিমালা পরিবর্তন করার সুযোগ এখনও সীমিত, এবং এটি বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন।

একটি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর দৃঢ়ভাবে প্রভাব বিস্তারের জন্য অপরিহার্য হবে বিভিন্ন সিএসও, তৃণমূল সংগঠন, সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সেক্টর যেমন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ও বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি দলের সাথে কৌশলগত জোট ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কাজ সম্পন্ন করা। এই সেশনে যে তথ্য সরবরাহ করা হবে, তা আপনাকে জোট গড়ে তুলতে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

এই মডিউলের শেষে অংশগ্রহণকারীরাঃ

- একটি নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ সভা এবং প্রণয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন
- নীতিমালা প্রণয়নের প্রধান পর্যায়গুলো সম্পর্কে জানবে
- একটি (প্রস্তাবিত) নীতিমালা অনুমোদন/বাস্তবায়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা কিভাবে করতে হবে তা জানবে

মোট সময়ঃ ৪ ঘন্টা

প্রশিক্ষকদের জন্য ধারণা এবং তথ্য

নীতিমালা প্রণয়নের প্রধান পর্যায়সমুহঃ

১। জোট গঠন করা কোনও সফল অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার অন্তর্গত এবং এটি প্রাথমিক পর্যায়েই শুরু করা উচিত। একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতির অ্যাডভোকেসির সাথে জড়িত হওয়ার আগে, আপনার বা আপনার সংস্থার উচিত অন্যান্য জেন্ডার ও নারী সংগঠন এবং অংশীদারদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া, বিশেষকরে যারা একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে কাজ করে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে একই রকম অ্যাডভোকেসি কাজ করেছে তাদেরকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করুন। একই ধরণের কাজে যুক্ত সরকারি সংস্থাগুলোকেও জোটে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এই জোট নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে।

২। একবার আপনি যখন একটি জোট গঠন করে ফেলবেন, তখন এর একটি **স্টিয়ারিং কমিটি** গঠন করতে হবে যা এসডিজি বাস্তবায়নে ও স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনায় মূল জেন্ডার গ্যাপ সনাক্তকরণ করতে ইতিমধ্যে বিদ্যমান (ক্ষেত্রভিত্তিক) নীতিমালাগুলোর একটি **র‍্যাপিড জেন্ডার স্ক্যান** করতে পারবে। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো এই কাজে সাহায্য করতে পারেঃ

- যে বিষয়ে জোট অ্যাডভোকেসি করতে চাচ্ছে সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও নীতিমালা বা আইন কি বিদ্যমান আছে?
- একই বিষয়ে কি কিছু অ্যাডভোকেসি কাজের উদ্যোগ বা নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে?
- যদি তাই হয়, ফলাফল কি ছিল?
- অনুরূপ কিছুই কি পরিকল্পনা করা হচ্ছে? ভিন্ন ভিন্ন দলের ক্ষেত্রে অনুরূপ উদ্যোগের প্রভাব কী ছিল এবং বিশেষকরে নারীদের ক্ষেত্রে? উদাহরণস্বরূপ, আপনি চিহ্নিত করতে পারেন যে, একটি এলাকায় গর্ভপাত এর উচ্চ হার একটি সমস্যা যা খনির কার্যক্রম দ্বারা দূষিত কৃষি পণ্যের ভোগের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, আপনি পরিবেশবিদ, মানবাধিকার গ্রুপ, এবং নারীবাদী বেসরকারী বা সরকারি সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারেন।

৩। নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ, এবং কাজের প্রথম পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন করে একটি টার্ম অফ রেফারেন্স (টিওআর) প্রস্তুত করতে হবে যেখানে কাজের কৌশলসমূহ এবং দায়িত্ব উল্লেখ করা থাকবে। আপনার প্রথম র‍্যাপিড জেন্ডার স্ক্যানের ফলাফল অনুযায়ী, স্টিয়ারিং কমিটির উচিত হবে একটি টার্ম অফ রেফারেন্স (টিওআর) এর নকশা তৈরি করা, যা স্পষ্টভাবে

উল্লেখ করবে যে আরও বিস্তারিতভাবে জেন্ডার নীতিমালা মূল্যায়ন করতে আপনার কোন ধরণের সম্পদের (আর্থিক,   জেন্ডার দক্ষতা,   নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি) প্রয়োজনের উপর জোর দিতে হবে।

যদি নীতিমালায় জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর মনোযোগের অভাব থাকে,   তবে আপনি সরকারী নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সম্পর্কিত তথ্য সংযোজন করার জন্য পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন বিবেচনা করতে পারেন। সেজন্য সম্ভবত আপনাকে তহবিল এবং সময় নিয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন হবে। অথবা, যাদের জেন্ডার নীতি নিরীক্ষণে নিযুক্ত করা হবে তাদের জেন্ডার বিশ্লেষণের দক্ষতা উন্নয়ন করতে হলেও, সম্ভবত আপনাকে তহবিল এবং সময় নিয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন হবে।

উপরোক্ত এই তিনটি পদক্ষেপ অনুসরণ করার পর আপনি একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হবেন।

একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ করা

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরু করার আগে,   আপনাকে জানতে হবে যে, এর জন্য শুধুমাত্র সরকারী নীতিমালা নয়, বরং সাধারণ নিয়ম,   ধর্মীয় আদর্শ এবং আইনি বিধানগুলোর সঠিক জেন্ডার মূল্যায়ন প্রয়োজন। নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তত ৪ টি ভিন্ন ভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা হয় (চিত্র ১ দেখুন)।

চিত্র ১: একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য কোন নির্দিষ্ট (প্রতিলিপি) বিধান নেই। সেজন্য আপনার আত্মবাচক শিক্ষার প্রয়োজন যাতে করে আপনি যেকোনো প্রেক্ষাপটে তা কাজে লাগাতে পারেন।

১। নীতিমালার জেন্ডার মূল্যায়নঃ

নীতিমালাগুলোর শুধুমাত্র জেন্ডার গ্যাপ চিহ্নিত করাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই গ্যাপের অন্তর্নিহিত কারণগুলো চিহ্নিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এরপরই আপনি চিহ্নিত করা গ্যাপগুলো অতিক্রম করার জন্য প্রাসঙ্গিক টার্গেট গ্রুপ এবং উপযুক্ত পদ্ধতির ডিজাইন করতে সক্ষম হবেন। আপনি নিম্নলিখিত মৌলিক প্রশ্নগুলো বিবেচনা করতে পারেনঃ

- সমস্যাটি/ সমস্যাগুলো ‘কি’
- সমস্যাটি/ সমস্যাগুলো ‘কেন’ (কারণ)
- সমস্যাটি/ সমস্যাগুলো দ্বারা ‘কে/ কারা’ (জেন্ডার, সামাজিক অবস্থান, প্রজন্ম এবং জাতিগত পার্থক্য দ্বারা বিভক্ত) প্রভাবিত হচ্ছে এবং
- 'কিভাবে' সমস্যাটি/ সমস্যাগুলো অতিক্রম করা যাবে (নীতি প্রণয়ন দৃষ্টিকোণ থেকে)।

একটি সমন্বিত জেন্ডার মূল্যায়ন করার জন্য জেন্ডার ভিত্তিক আলাদা আলাদা তথ্য এবং পরিসংখ্যানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডব্লিউইপি (WEP) দ্বারা প্রণীত ম্যাট্রিক্সটি দেখুনঃ http://bit.ly/weppolicyandlegislationmatrix

২। নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াঃ

- **নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ধারাবাহিকতার সাথে চিহ্নিত জেন্ডার গ্যাপগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজানো**। একটি জেন্ডার মূল্যায়ন করার পরে, আপনি সম্ভবত চিহ্নিত জেন্ডার গ্যাপের একটি দীর্ঘ তালিকা পাবেন। আপনাকে বিভিন্ন বিষয়ের (স্থানীয় নারী ও পুরুষের কাছে সমস্যাটির গুরুত্ব, স্থানীয় আদেশপত্রের সাথে সমস্যাটির সম্পর্ক, মানব ও আর্থিক সম্পদের অধিগম্যতা, অন্যান্য অ্যাডভোকেসি কাজের সাথে সম্পৃক্ততা, সময়ের উপযুক্ততা, বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি) উপর ভিত্তি করে মূল সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে বা চিহ্নিত করতে হবে।
- **জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালার লক্ষ্য ঠিক করা।** একবার আপনি যদি প্রধান জেন্ডার গ্যাপগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন, আপনি একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং সমন্বিত নীতির জন্য অংশগ্রহণমূলক লক্ষ্য প্রণয়ন করে আপনার স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে পারবেন। এই বিবৃতিগুলো হল এই নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তার কারণ। একটি লক্ষ্যের উদাহরণঃ “জমি, প্রযুক্তি, জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান সুযোগ হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বিষয়”।
- **জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রতিশ্রুতির বিকাশ করা।** কিভাবে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতির লক্ষ্য অর্জন করা হবে, এগুলো হচ্ছে তার সুস্পষ্ট বিস্তৃত বিবৃতি। প্রতিশ্রুতিগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট সংগঠন বা মন্ত্রণালয় (কৃষি, বন, মৎস্য, পশুসম্পদ, পরিবেশ, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) এর আদেশপত্র (ম্যান্ডেট) এর সাথে সম্পর্কিত হয়।
- **অন্তর্নিহিত নৈতিক মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা।** একটি জেন্ডার সংবেদনশীল নীতির প্রণয়ন প্রক্রিয়া সাধারণত সমতা এবং ন্যায্যতা নীতিগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমনঃ অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্যহীনতা, জবাবদিহিতা, ইত্যাদি।
- **নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য কৌশল।** জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালার লক্ষ্য প্রণয়ন করে ফেলার পর, নীতিমালার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে স্টিয়ারিং কমিটি আরও কীভাবে এগিয়ে যাবে সেই বিষয়ে আপনাকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।
- জেন্ডার সমতা আনয়নের সম্ভাবনা রয়েছে যেসকল প্রতিশ্রুতির, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে স্টিয়ারিং কমিটিকে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ মিত্র ও সহযোগী পাবার জন্য প্রচেষ্টা, যারা, পরবর্তিতে,

সকলের জন্য সম্পদের সমান অধিগম্যতার জন্য অ্যাডভোকেসি করতে অংশগ্রহণ করবে। পরবর্তী পদক্ষেপ হল একটি **কর্ম পরিকল্পনা** তৈরি করা।

৩। নীতি বৈধকরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল কাজ পরিকল্পনা স্থাপন

একবার একটি নীতি প্রণয়ন করা হলে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন করার আগে বৈধতাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজন হবে। সেজন্য আপনাকে একটি কর্ম পরিকল্পনা করতে হবে, যা মূলত আপনাকে আপনার প্রণীত নীতিমালাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে। একটি কর্ম পরিকল্পনার মূল উপাদানগুলো (সেশন ৫.১- এর সারণি ১ দেখুন) হচ্ছেঃ

- কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শুরুতেই থাকবে নীতির উদ্দেশ্য
- লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সময়সীমা
- নীতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আউটপুট
- জেন্ডার মূল্যায়নের সময় যেসকল কাজের ক্ষেত্রগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে
- কর্ম পরিকল্পনাঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের ক্ষেত্র (নীতিমালা মূল্যায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, মিডিয়া প্রচার, লবিং, নীতিমালা বৈধতাকরণ, ইত্যাদি, কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সীমা, কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, সম্পদের উৎস এবং অংশীদারদের দায়িত্ব
- প্রতি বছরের জন্য আলাদা আলাদা এবং সম্পূর্ণ সময়ের জন্য পরিকল্পিত বাজেট

৪। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং নীতিমালা বৈধকরণ বা পুনরায় তৈরি

নিম্নোক্ত চিত্রটি হচ্ছে জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ।

টেবিল ২ : জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন জন্য একটি এম & ই ম্যাট্রিক্স উদাহরণ

নীতি প্রক্রিয়া/ কার্যক্রম	**প্রত্যাশিত ফলাফল**	**সূচকের ধরন**	**রিপোর্টের সংখ্যা**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত**
জেন্ডার মূল্যায়ন	' X ' সেক্টরের নীতিতে জেন্ডার বিশ্লেষণ (উদাহরণস্বরূপ বনজ)	দুই বা তিনটি সেক্টর নীতি মূল্যায়ন	প্রতি দুই মাসে	অংশীদার ১ অংশীদার ২ অংশীদার ৩

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া	'x' সেক্টরের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব	'x' নীতিমালা প্রস্তাব	প্রতি মাস	পরিচালনা সংসদ/ স্টিয়ারিং কমিটি
কর্ম পরিকল্পনা	বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সেক্টরাল কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা	'x' কর্ম পরিকল্পনা 'y' বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত	প্রতিটি অর্ধ বছর	পরিচালনা সংসদ/ স্টিয়ারিং কমিটি অংশীদার ১ অংশীদার ২ . . .
নীতিমালা বৈধতা/ পুনরায় তৈরি	এক বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা যাচাই করা	'y' বছরের মধ্যে 'x' নীতিমালার বৈধতা	প্রত্যেক বছর	পরিচালনা সংসদ/ স্টিয়ারিং কমিটি অংশীদার ১ অংশীদার ২ . . .
কর্ম পরিকল্পনাঃ - ফলাফল/ আউটপুট - প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা - সক্ষমতা উন্নয়ন - বাজেট বরাদ্ধ				

প্রশিক্ষকের জন্য অনুশীলন এবং উপকরণ

বর্তমান নীতিগুলোতে জেন্ডার গ্যাপ সনাক্তকরণ

অনুশীলনের ধরনঃ দলে চিন্তাকরা

সময়ঃ ৪৫ মিনিট

এই অনুশীলনের জন্য যা লাগবেঃ ফ্লিপচার্ট, কলম, রঙ্গিন মার্কার
অনুশীলনের বর্ণনা ভাষা, আঞ্চলিক/ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক আকার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে অংশগ্রহণকারীদের দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি গ্রুপকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য ৩০ মিনিট দেওয়া হবেঃ - আপনার অঞ্চলের (পানি ও স্যানিটেশন/ কৃষি/ স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক) নীতিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান কোন কোন জেন্ডার গ্যাপ আপনি সনাক্ত করতে পারেন? (অন্তত ৩ টি উল্লেখ করুন) - আপনি কি এই গ্যাপগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে পারেন? - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাপগুলোকে অতিক্রম করার জন্য দুই বা তিনটি পদক্ষেপ প্রস্তাব উল্লেখ করুন উত্তরসমূহ সকলের মাঝে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। আপনি সেগুলো পরবর্তীতে উপস্থাপনা এবং দলগত আলোচনাতে ব্যবহার করবেন। এই অনুশীলনটি প্রশিক্ষককে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপগুলোকে সনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা মূল্যায়নে সাহায্য করবে, পাশাপাশি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।
নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং প্রধান পর্যায়সমূহ
অনুশীলনের ধরণঃ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা **সময় বরাদ্দঃ** পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার জন্য ২৫ মিনিট এবং প্রশ্ন এবং আলোচনা জন্য ২০ মিনিট জন্য। মোট ৪৫ মিনিট
এই অনুশীলনের জন্য যা লাগবেঃ কম্পিউটার, প্রজেক্টর, কার্ড যদি কম্পিউটার এবং প্রজেক্টর ব্যবহার করার কোন সুযোগ না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি একটি ফ্লিপচার্টে আপনার উপস্থাপনা প্রস্তুত করতে পারেন।
বর্ণনাঃ জেন্ডার-সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি, নীতিমালা প্রণয়নের প্রধান পর্যায়সমূহ, নীতিমালা প্রণয়ন/বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষক একটি ২৫ মিনিটের উপস্থাপনা দিতে পারেন। উপস্থাপনার সময় বা পরে, প্রশিক্ষক মূল ধারনা বা অনুশীলনের বার্তাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেঃ ‘জেন্ডার গ্যাপ চিহ্নিতকরণ’
আইসব্রেকার অনুশীলনঃ মডিউল ৩ থেকে একটি নির্বাচন করুন

কর্মশালার পরবর্তী সেশনে যাওয়ার আগে, অংশগ্রহণকারীদেরকে চাঙ্গা করার জন্য আপনাকে মডিউল ৩ থেকে একটি আইসব্রেকার অনুশীলন বেছে নিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **সময় বরাদ্দঃ** ১৫ মিনিট
জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া পরিকল্পনা
অনুশীলনঃ দলগত আলোচনা **সময়ঃ** দলগত কাজ ১.৩০ ঘন্টা, সার্বজনীন আলোচনাঃ ৪৫ মিনিট, মোট ২$^{১/৪}$ ঘন্টা।
বিবরণ এই অনুশীলনের জন্য আপনি অংশগ্রহণকারীদেরকে সংশ্লিষ্ট গ্রুপে যোগদানের পরামর্শ দিতে পারেন (যেমনঃ যারা একই সেক্টরে কাজ করছেন বা একই এসডিজিতে কাজ করছেন), কারণ আপনি তাদেরকে জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব দিতে বলবেন। কেন্দ্রীভূত গ্রুপের আলোচনার (এফজিডি) জন্য, আপনি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোকে একটি গাইড হিসাবে ব্যবহার করতে পারেনঃ - আপনি কিভাবে আপনার সেক্টরের জন্য একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করবেন? - কিভাবে আপনি বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপগুলোকে বিশ্লেষণ এবং অগ্রাধিকার দিবেন? - একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জেন্ডার গ্যাপ নির্বাচন করুন এবং একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার পরিকল্পনা নকশা প্রণয়ন করুন। আপনি দলের পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা নকশা প্রণয়ন করা সহজতর করার জন্য সেশন ৫.২ থেকে চিত্র ১ এর একটি কপি প্রদান করতে পারেন। সমন্বিত আলোচনার পর, প্রশিক্ষককে আলোচনার প্রধান ধারণা এবং সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা উচিত ।

তথ্য সূত্রঃ

- GWA (2002), Advocacy Manual for Gender and Water Ambassadors. Guideline, Training module and case studies. http://genderandwater.org/en/gwa-

products/policy-influencing/GWA_Advocacy_Manual.pdf/view

- GFC (2016), Media Training toolkit. Activist Photography, Mainstreaming Media and Social Media. http://globalforestcoalition.org/women2030-media-training-toolkit/

- WaterAid (2007), The Advocacy Sourcebook. http://www.wateraid.org/~/media/Publications/advocacy-sourcebook.ashx

- FAO (2014), Community Radio/Media. Dimitra Project. http://www.fao.org/dimitra/resources-by-theme/community-radio-media/en/

- WEP (2017), Gender Policy and Legislation assessment. http://bit.ly/weppolicyandlegislationmatrix)

- AAUW Workshop: Say Yes to the Ask: How to Talk the Advocacy Talk. http://www.aauw.org/resource/workshop-how-to-talk-the-advocacy-talk/

- WMG (2017), draft document 'WMG Guidance on engaging with governments on VNR and/or doing alternative reports for HLPF/SDG implementation'. http://www.womenmajorgroup.org/wp-content/uploads/2017/05/WMG_Info_Note_Final_2017.pdf

- AWID (2003), An advocacy Guide for Feminists. Young Women and Leadership No 1. http://iknowpolitics.org/sites/default/files/feminist_advocacy_guide_awid_2.pdf

- Water Aid and WASH (2003), Advocacy Sourcebook. A Guide for WSSCC Co-ordinators Working on the WASH Campaign. http://www.cap-net.org/documents/2003/09/advocacy-sourcebook.pdf

- FAO (2015) Gender Advocacy for Food and Nutrition Security. E-learning courses on Gender in Food Security. Partners: EU and GWA. http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FG